PRESS CLIP

==========

Publication:- Lipi

Date: - 15th May 2020

Page :-01

Online panel discussion on " COVID-19's Impact and Way Forward for India: An Economic Assessment" on 13th May organized by The Bengal Chamber

দেশে বিপর্যয় মোকাবিলা রোধে অর্থনীতিতে বৃহৎ পদক্ষেপ নিতে হবে: কৌশিক বসু

সপ্তর্ষি সিংহ:দেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে কোভিড, ১৯। তবে এর মাঝে ভারতের জন্য আশার আলোও দেখছেন বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে উৎপাদন শিল্পে। এই আবহে গতকাল দ্য বেঙ্গল চেম্বার 'ভারতে কোভিড, ১৯,এর প্রভাব এবং সেই সমস্যা কাটানো: একটি আর্থিক পরিমাপ' শীর্ষক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছিল। এই ওয়েবিনার আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্টদের মতামত জানা। দ্বিতীয়ত, করোনা,ধাক্কা সামলে কী করে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা যায়, তা জানার চেষ্টা। করোনার জন্য বিশ্বের বাণিজ্য,ছবি বদলে যাবে। তৃতীয়ত, সরকারকে এ ব্যাপারে সুপারিশ এবং নীল নকসা দেওয়ার দরকার। যাতে আর্থিক বিভিন্ন বিষয়ে সমাধানের রাস্তা খোলে। এই সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অর্থনীতিবিদ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা দ্য বেঙ্গল চেম্বারের আর্থিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ড. অজিতাভ রায়চৌধুরি। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, কর্নেল ইউনিভার্সিটির কার্ল মার্কস প্রফেসর অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ তথা ভারত সরকারের প্রাক্তন প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ড. কৌশিক বসু বলেন, 'ভারতের আমলারা তাঁদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। তাঁরা নিজেদের কাজ খুব ভাল ভাবে করেন, নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের এটা কাজে লাগাতে হবে এবং একটা প্যাকেজ ঘোষণ করতে হবে। আমরা একটা বড়সড় বিপর্যয় মোকাবিলা করছি। আর্থিক ভাবে দুঃস্থ মানুষকে সুরাহা দিতে খাবার, ওষুধ কেন্দ্রীয় ভাবে সরাসরি পৌঁছে দিতে হবে। এমনকি অনেক বহুজাতিক সংস্থা এ দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। আমাদের সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। এমন সংস্কার দরকার যা আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করবে। এছাড়াও আইএসআই,এর অর্থনীতির অধ্যাপক তথা রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকার বলেন, 'ধাপে ধাপে লকডাউন তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। থমকে থাকা আর্থিক কাজকর্ম শুরু করতেই হবে। উৎপাদন শুরু করতেই হবে। সরবরাহকারীদের ভর্তুকি এবং সহায়তা দিতে হবে। কারণ নিয়মিত আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাদের বেশিরভাগকে ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ, তার সুদ মেটাতে হবে। তাই সরকারের সরকার সরল সুদে ঋণের ব্যবস্থা করার। তেমন প্রয়োজন হলে ঋণ মকুবের কথাও ভাবতে হবে। ' পাশাপাশি ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি,র অধ্যাপক এন আর ভানুমূর্তি বলেন, 'অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন, ২ থেকে ,৩ পর্যন্ত যেতে পারে। তার অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে আমরা ঋণাত্মক বৃদ্ধি দেখব। এবং সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূল্যবৃদ্ধিও হবে। আমরা আশা করেছিলাম, অর্থনীতির হাল সামলাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। প্রধানমন্ত্রী সে ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা এবং জাপানের পর এটা সবথেকে বড় প্যাকেজ। আমাদের এ কথা মাথায় রাখতে হবে, বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হবে এবং সরকারের রাজস্ব কমবে। এই বিপর্যয়কে সরকারি মূলধনী ব্যয় বাড়ানোর সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। এমনকি একৃজিম ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি এম ডি এবং আইডিবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্তন এমডি এবং সিইও দেবাশিস মল্লিক বলেন, সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে কোভিড। আমার মনে হয়, এটি আগামী দিনে আরও ধাক্কা দেবে। সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও বড়সড় সমস্যা তৈরি হবে। তা মোকাবিলায় বাজারে টাকার জোগান ঠিক রাখতে হবে। যাতে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প নিজেদের উৎপাদন বজায় রাখতে পারে। চাহিদা, সরবরাহ এবং নগদের জোগানে ভারসাম্যে একটা সঙ্কট তৈরি হবে। যদি পৃথিবীর মূল্যায়ন,শৃঙ্খলে প্রভাব পড়ে, তবে এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া অনেক কিছুর ওপর তার প্রভাব পড়বে। এছাড়াও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রধান অর্থনীতিবিদ সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা যখন এই পর্যায়ে ঢুকেছি, তার আগেই আমরা দুর্বল অবস্থায় ছিলাম। ক্রেডিট, কেভিড, ক্রুড এবং ভারতের জন্য বিশেষ করে কনফিডেন্স, এই চারটি সি,র ভয়ঙ্কর সঙ্গমে আমরা রয়েছি। এই চারটি বিষয় বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করছে। চাহিদা এবং জোগান, আর্থিক, রিয়েল এস্টেট, বিশ্ব এবং ঘরোয়া বাজারে ধাক্কা দিচ্ছে। এই সমস্যার একাধিক মাত্রা রয়েছে এবং তাই সমস্যা সমাধানে নীতি তৈরি করতেও সমস্যা হবে। আর্থিক বৃদ্ধির হার হ্রাস নিয়ে বলা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন বলা যাচ্ছে না, কী করে সব ফের খুলবে। এই সভায় উপস্থিত সকল বিশিষ্টদের ধন্যবাদ জানান দ্য বেঙ্গল চেম্বারের আর্থিক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন রাজস্ব এবং অর্থসচিব সুনীল মিত্র।